দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখঃ ০৮-০৯-২০২৪ (পৃঃ ০৮)

# বন্যা-উত্তর সমন্বিত কৃষি ব্যবস্থাপনা

ড. মো. জামাল উদ্দিন

সারা দেশের বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটলেও এর ক্ষয়ক্ষতির চিত্র ফুটে উঠেছে নিদারুণভাবে। দেশের ইতিহাসে ঘটে যাওয়া এ অস্বাভাবিক ও আকস্মিক বন্যায় মানুষের ঘরবাড়ি, মুরগির খামার, প্রাণিসম্পদ, বীজতলা ও ফসলি জমির ক্ষতি হয়েছে অবর্ণনীয়ভাবে। জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্র স্টিফেন দুজারিক বলেছেন, বাংলাদেশে এবারের বন্যা চলতি বছরে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন-সংশ্লিষ্ট চতুর্থ বড় দুর্যোগ। এ দুর্যোগের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে মানুষ আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্রসমাজ ও সাধারণ জনগণ বন্যার্তদের সাহায্যে যেভাবে এগিয়ে এসেছে তা কল্পনাকেও হার মানায়। নতুন সূর্যোদয়ের দেশে নতুন আকাঙ্ক্ষায় বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে মানুষ এখন স্বপ্ন দেখছে। সে স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা জরুরি। এর জন্য বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের রয়েছে আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা।

গণমাধ্যমের প্রতিবেদন মতে, সাম্প্রতিক বন্যায় দেশের ২৩ জেলায় ৩ হাজার ৩৪৬ কোটি টাকার ফসলের ক্ষতি হয়েছে এবং ১৪.১৪ লাখেরও বেশি কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের চূড়ান্ত ক্ষয়ক্ষতির হিসাব অনুযায়ী আউশ, আমন ধান, শাকসবজি, আদা, হলুদ, ফলবাগান, মরিচ, পান, তরমুজ, পেঁপে, টম্যাটোসহ বিভিন্ন ফসলের ৯ লাখ ৮৬ হাজার ২১৪ মেট্রিক টন ফসলের উৎপাদন একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে আমন ধান (৪.১২ লাখ মেট্রিক টন) ও এর বীজতলা। যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তা থেকে ৬ লাখ ৮৫ হাজার মেট্রিক টন ধান পাওয়া যেত, যা পুরোপুরিই নষ্ট হয়ে গেছে। এর বাইরে প্রায় ১ লাখ সাড়ে ৬ হাজার মেট্রিক টন আউশ ধানের উৎপাদন নষ্ট হয়েছে। সব মিলিয়ে ২ হাজার ৫১৯ কোটি টাকার ধানের উৎপাদন নষ্ট হয়েছে।

ক্ষতির তালিকায় আমন-আউশ ধানের পরই রয়েছে শাকসবজি। বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি উৎপাদনের ১ লাখ ৭৬ হাজার মেট্রিক টন নষ্ট হয়েছে, যার মূল্য প্রায় ৭০০ কোটি টাকা। প্রতিবেদন মতে, ২০ কোটি টাকা মূল্যের আদা, ১১ কোটি টাকার হলুদ, ১৭ কোটি টাকার আখ, ৪০ কোটি টাকার পান, কলাসহ অন্যান্য ফলের ৩১ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হিসাব মতে, বন্যায় মাছ, মাছ চাষের অবকাঠামো এবং লাইভস্টক সেক্টরের ক্ষতি হয়েছে প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা। শুধু কুমিল্লা, নোয়াখালী ও ফেনী জেলায় ৪ হাজার পোলট্রি খামার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে এক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।

> বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পানি নেমে যাওয়ার পর যে এলাকায় যে ফসল উপযুক্ত তা স্থানীয় চাহিদা ও আর্থসামাজিক অবস্থার কথা বিবেচনায় নিয়ে আবাদ করা উচিত। যেসব জমিতে আমন ধান আবাদ করা সম্ভব হবে না, সেখানে সবজি ও মসলাজাতীয় ফসল দেওয়া যেতে পারে

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রতিবেদনে জানা যায়, কুমিল্লা জেলায় বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত রোপা-আমন জমির পরিমাণ ২২ হাজার ২৯৩ হেক্টর, যা মোট ফসলি জমির ৮৫.৬৭ শতাংশ, মোট ক্ষতিগ্রস্ত রোপা আমন বীজতলা জমির পরিমাণ ৩ হাজার ১৭৮ দশমিক ৫ হেক্টর, যা মোট ফসলি জমির ৪৮.২৬ শতাংশ। খরিপ-২ শাকসবজির মোট ক্ষতিগ্রস্ত জমির পরিমাণ ১ হাজার ৪১৩ হেক্টর, যা মোট ফসলি জমির ৫২.৩৯ শতাংশ। প্রতিবেদন মতে, রোপা আউশের মোট ক্ষতিগ্রস্ত জমির পরিমাণ ২২ হাজার ৯৩ হেক্টর, যা মোট ফসলি জমির ২৭.৫৪ শতাংশ; বোনা আমনের মোট ক্ষতিগ্রস্ত জমির পরিমাণ ৫৫৪ হেক্টর, যা মোট ফসলি জমির ২.৮১ শতাংশ এবং আখ ফসলের মোট ক্ষতিগ্রস্ত জমির পরিমাণ ৭৭ দশমিক ০৫ হেক্টর, যা মোট ফসলি জমির ১৬.৭৫ শতাংশ।

গত ২৪ আগস্ট কৃষি মন্ত্রণালয়সহ সব বিভাগের সঙ্গে এক সভায় কৃষি পুনর্বাসনের জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় স্বরাষ্ট্র ও কৃষি উপদেষ্টা বলেন, 'সারের সরবরাহ স্বাভাবিক থাকবে। কৃষকদের সারের কোনো সংকট হবে না।' সেখানে আরো বলা হয়, বন্যাদুর্গত এলাকায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আমন ধানের উৎপাদন নিশ্চিত করতে সব ধরনের ব্যবস্থা নিতে হবে। যেখানে আমন উৎপাদন সম্ভব নয়, সেখানে শাকসবজিসহ উপযোগী অন্যান্য ফসল উৎপাদন নিশ্চিত করতে হবে। দ্রুততম সময়ে আমনের বীজতলা তৈরি, বন্যাকবলিত এলাকার নিকটতম এলাকায় বীজতলা প্রস্তুত করা, মাঠ পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ও উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণকে বন্যা-উত্তর কৃষি পুনর্বাসনের কার্যক্রম দ্রুততার সঙ্গে শুরু করা, বন্যাকবলিত এলাকায় ব্লক এবং উপজেলাভিত্তিক পুনর্বাসন পরিকল্পনা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেন উপদেষ্টা।

কৃষিসচিব বলেছেন, 'সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে আমনের বীজতলা তৈরি করা হচ্ছে। যাতে করে আমনের যেসব জমির চাষ নষ্ট হয়েছে, সেখানে পুনরায় আমন রোপণ করা যায়।' সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, কৃষি মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো কৃষি পুনর্বাসন। ভয়াবহ এই বন্যার পর, কৃষি পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার

সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে নতুন করে আমন চাষে। এছাড়া শাকসবজিসহ অন্য জমিগুলোতেও চাষাবাদ ফিরিয়ে আনতে কৃষকদের সব ধরনের সহযোগিতা দেওয়ার জন্য কাজ চলছে। গণমাধ্যমে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানা যায়, বর্তমান সরকার কৃষি পুনর্বাসনের প্রচেষ্টা হিসেবে ১৯৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছেন। জাতিসংঘ বাংলাদেশে বন্যাদুর্গত মানুষের জন্য ৪০ লাখ ডলার সহায়তা বরাদ্দ করেছে। ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন জায়গায় আমনের বীজতলা তৈরি ও আমন ধানের বীজ বপন করা হয়েছে, যা শিগ্‌গিরই উপযুক্ত জায়গায় আমনের চারা রোপণ করে ক্ষতি কিছুটা পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) এক পরিচালক (গবেষণা) পরামর্শ দিয়েছেন, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পানি নেমে যাওয়ার পর যে এলাকায় যে ফসল উপযুক্ত তা স্থানীয় চাহিদা ও আর্থসামাজিক অবস্থার কথা বিবেচনায় নিয়ে আবাদ করা উচিত। যেসব জমিতে আমন ধান আবাদ করা সম্ভব হবে না, সেখানে সবজি ও মসলাজাতীয় ফসল দেওয়া যেতে পারে। তার জন্য বিভিন্ন উচ্চ ফলনশীল জাতসমূহের চারা বা বীজ বিনা মূল্যে বিতরণের পাশাপাশি প্রযুক্তিগত সহায়তা দিলে কৃষকদের ক্ষতি অনেকটা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে। জানা যায়, কুমিল্লা অঞ্চলের বন্যা-পরবর্তী কৃষকদের মধ্যে বিনা মূল্যে চারা বিতরণের লক্ষ্যে সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বারি, কুমিল্লা প্রায় ৪০-৫০ হাজার আগাম শীতকালীন বিভিন্ন সবজির চারা উৎপাদনের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে।

কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে, স্বল্পমেয়াদি আমন ধান, যেমন—বিআর ৫, বিআর ২২, বিআর ২৩, ব্রি ধান ৩৩, ব্রি ধান ৫৭, ব্রি ধান ৬২, ব্রি ধান ৭১, ব্রি ধান ৭৫, বিনা ধান-৭, বিনাধান-১৭, বিনাধান-২২ জাতসমূহ এলাকাভেদে বীজতলায় চারা উৎপাদন করে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রোপণ করা যাবে। এছাড়া মাষকলাই জাতীয় ফসল নরম মাটিতে বিনা চাষেই করা যেতে পারে। একইভাবে গিমা কলমি, ডাঁটা, পালং শাকসহ শীতকালীন আগাম সবজি চাষ করা সম্ভব।

বন্যার পানি সরে যাওয়ার পর গবাদি পশুর রোগবালাই বেড়ে যায়। রোগবালাই থেকে রক্ষার জন্য বিশেষ নজর দিতে হবে। ইতিমধ্যে বন্যা-পরবর্তী করণীয় নিয়ে কৃষি মন্ত্রণালয় ১২টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, যা অত্যন্ত বাস্তবসম্মত। বন্যার তাৎক্ষণিক ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে কৃষি বিভাগসমূহ বন্যা-পরবর্তী করণীয় ঠিক করতে এসব পদক্ষেপ বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে নিঃসন্দেহে। বন্যার আগাম সতর্কবার্তা জারি, শস্যবিমা চালুকরণ, ভাসমান বেডে বীজতলা তৈরির প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ, কৃষক পর্যায়ে পর্যাপ্ত বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ বিষয়ে উৎসাহ ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান; বন্যা-পরবর্তীকালে বসতবাড়ি এলাকায় সমন্বিত খামার পদ্ধতি গড়ে তোলা; দুর্যোগ মোকাবিলায় কৃষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি; বেসরকারি বীজ কোম্পানি থেকে কৃষকদের মানসম্মত বীজ সহায়তা প্রদান; সারের মজুত ও সরবরাহ নিশ্চিত রাখা; বন্যার পানি দ্রুত নেমে যাওয়ার জন্য খাল, নালা দ্রুত সংস্কার জরুরি; পানি চলাচলের রাস্তায় প্লাস্টিক বর্জ্য না ফেলার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি গ্রহণ; নিচু এলাকার জন্য জলাবদ্ধতা সহনশীল ফসলের জাত উদ্ভাবন ও বিস্তার; কৃষি খাতে বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর আন্তঃসম্পর্ক জোরদারকরণের মধ্য দিয়ে সমন্বিত কৃষি ব্যবস্থপনা গড়ে তোলা গেলে দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

● **লেখক : প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বারি, কুমিল্লা এবং সাবেক ন্যাশনাল কনসালট্যান্ট, এফএও, জাতিসংঘ**

প্রথম আলো

তারিখঃ ০৬-০৯-২০২৪ (পৃঃ ১৬)

**বাঁধ** খুলনার দাকোপ উপজেলায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাঁধ ভেঙে লোকালয়ে পানি ঢুকছে। এতে শত শত বিঘা আমনের ফসল তলিয়ে গেছে। গতকাল উপজেলার পানখালী ইউনিয়নের খোনা গ্রামে ঢাকী নদীর বাঁধে। ছবি : প্রথম আলো

# চালের বাজারে বন্যার প্রভাব

**ইউএসডিএর প্রতিবেদন**

আউশে গত বছরের চেয়ে ১৮ শতাংশ কম উৎপাদন। বন্যায় আমনে দুই লাখ হেক্টর জমির ধান ক্ষতিগ্রস্ত, মোট উৎপাদন ৩ শতাংশ কমতে পারে।

**ইফতেখার মাহমুদ**, *ঢাকা*

বন্যার প্রভাব চালের বাজারে পড়তে শুরু করেছে। এক মাসে মোটা চালের দাম কেজিতে দুই টাকা বেড়েছে। অন্যদিকে সরকারি গুদামে চালের মজুতও গত বছরের তুলনায় বেশ কম। বন্যায় আমন ও আউশ ধানেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। আবার বিশ্ববাজারে চালের দাম দেশের বাজারের চেয়ে বেশি। ফলে আমদানির সম্ভাবনাও কম।

সব মিলিয়ে আগামী অক্টোবর মাস পর্যন্ত চালের বাজারে অস্থিরতা থাকতে পারে। তবে নভেম্বরে আমন কাটা শুরু হলে চালের দাম কমতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিবিষয়ক সংস্থা ইউএসডিএ থেকে বাংলাদেশের দানাদার খাদ্যবিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনে এমনটা বলা হয়েছে।

বাংলাদেশ গ্রেইন অ্যান্ড ফিড আপডেট, আগস্ট-২০২৪ শীর্ষক প্রতিবেদনটিতে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিষয়টিও উঠে এসেছে। এ আন্দোলনের সময় মাসখানেক খাদ্য পরিবহন বাধাগ্রস্ত হওয়ায় এর প্রভাব পড়ে চালের বাজারে। তবে ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে আন্দোলনের প্রভাব পড়েনি বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

গত ৩০ আগস্ট প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চট্টগ্রাম, বরিশাল ও সিলেটে বন্যায় ধানের ব্যাপক ক্ষতির কারণে এ বছর লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে চালের উৎপাদন ৩ শতাংশ কমতে পারে। এই অর্থবছরে চালের উৎপাদন ৩ কোটি ৬৮ লাখ টন হতে পারে। ধান হয়েছে ১ কোটি ১৫ লাখ হেক্টর জমিতে, যা গত বছরের চেয়ে সাড়ে ৩ শতাংশ কম। বছরে মোট চালের চাহিদা ৩ কোটি ৭০ লাখ টনের বেশি।

> **বাজার ও সরবরাহব্যবস্থা যাতে ঠিক থাকে, তা তদারক করতে হবে। দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে। গরিব মানুষের জন্য সরকারি চালের সরবরাহ বাড়াতে হবে।**
>
> **কে এ এস মুর্শিদ**, সাবেক মহাপরিচালক, বিআইডিএস

**চালের মজুত কম**

সরকারি গুদামে বর্তমানে ১৩ লাখ ৫০ হাজার টন চাল রয়েছে, যা গত বছরের চেয়ে ২২ দশমিক ১ শতাংশ কম। তবে সরকারি সূত্র বলছে, আগামী তিন মাসের জন্য এই মজুত যথেষ্ট।

ইউএসডিএর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বেসরকারি গুদাম ও ব্যবসায়ীদের কাছে কী পরিমাণ চাল মজুত আছে, তার কোনো হিসাব সরকারের কাছে নেই। ইউএসডিএর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, বাজারে চালের কিছুটা ঘাটতি রয়েছে। কারণ, বেসরকারি খাতে গত বছরের তুলনায় প্রায় ৪৭ শতাংশ কম চাল মজুত আছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. ইসমাইল হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, বন্যার কারণে ধানের উৎপাদন কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে তা সামগ্রিকভাবে চালের চাহিদা মেটাতে বড় কোনো সমস্যা তৈরি করবে না। কারণ, সরকারি গুদামে যথেষ্ট পরিমাণ চালের মজুত আছে।

দেশে সাধারণত আউশ, আমন ও বোরো—তিনটি মৌসুমে ধানের চাষ হয়। আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে আমন ধান রোপণ করা হয়। আর তা কাটা হয় নভেম্বর-ডিসেম্বরে। বর্ষা দেরিতে আসায় এবং আগস্টজুড়ে প্রবল বৃষ্টি হওয়ায় এবার আমনের চাষ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। আমনের চারা দেরিতে রোপণ করা হলে মোট উৎপাদন কিছুটা কমতে পারে।

ইউএসডিএর প্রতিবেদনে বলা হয়, আগামী কয়েক মাস চালের দাম অব্যাহতভাবে বাড়তে থাকবে। অক্টোবরে আমন ধান কাটা শুরু হলে দাম কমতে পারে। এ মুহূর্তে বিশ্ববাজারে দাম বেশি হওয়ায় বাংলাদেশের পক্ষে চাল আমদানি করা কঠিন হবে। এদিকে ভারত চাল রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা এখনো তুলে নেয়নি।

**বোরোতেও বিপদ আছে**

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বোরো ধান সাধারণত ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে রোপণ করা হয়। আর এপ্রিল-মে মাসে তা কাটা হয়। সাধারণত বোরো মৌসুমে সবচেয়ে বেশি বিপদ আসে। খরা থেকে শুরু করে তাপপ্রবাহ, ঘূর্ণিঝড় ও পোকার আক্রমণ এ সময় বেশি হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হিসাবে এ বছর ৩৯ লাখ হেক্টর জমিতে বোরো ধানের চাষ হয়েছে। এখান থেকে দুই কোটি পাঁচ লাখ টন চালের উৎপাদন হতে পারে।

আউশ মৌসুমে এবার ৯ লাখ হেক্টর জমিতে ২১ লাখ টন ধান হয়েছে, যা গত বছরের চেয়ে ১৮ দশমিক ২ শতাংশ কম। আউশের ভরা মৌসুম জুন-জুলাই মাসে আকস্মিক বন্যা হয়েছে। আগস্টে ফেনী, নোয়াখালী ও কুমিল্লায় হঠাৎ বন্যার কারণে ধানের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এর পাশাপাশি লক্ষ্মীপুর, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়ও ফসলের ক্ষতি হয়েছে।

বাংলাদেশের উজানে ভারত থেকে আসা ঢলের কারণে মুহুরী, কহুয়া, সিলোনিয়া ও গোমতী নদীর তীরবর্তী এলাকায় বেশি ক্ষতি হয়েছে। প্রাথমিক মূল্যায়ন অনুযায়ী দুই লাখ হেক্টর জমির আমন ধান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হিসাবে ১০ আগস্টের মধ্যে ৬০ শতাংশ আমন ধান রোপণ করা হয়। এরপর বন্যা শুরু হয়ে যাওয়ায় চারা রোপণ ব্যাহত হয়েছে। বন্যা শুরু হওয়ার পর চালের দাম বাড়তে শুরু করে। ওই সময় চালের কেজি ৫২ টাকা হয়, যা এর আগের ১ মাসের তুলনায় ৪ শতাংশ বেশি। আর সরু চালের কেজি ৭১ টাকা হয়। পরে দাম আরও বাড়তে থাকে।

এদিকে চাল আমদানির ওপর শুল্ক প্রত্যাহারের সময়কাল শেষ হয়ে গেছে। গত বছরের আগস্টে সরকারের পক্ষ থেকে চাল আমদানির ওপর ৬২ দশমিক ৫ শতাংশ শুল্ক প্রত্যাহার করে ২৫ শতাংশ করা হয়।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিআইডিএসের সাবেক মহাপরিচালক কে এ এস মুর্শিদ *প্রথম আলোকে* বলেন, বাংলাদেশে চালের সরকারি মজুত ও বাজার মূল্য অনেক সংবেদনশীল বিষয়। আগস্ট-সেপ্টেম্বরে এমনিতেই চালের দাম একটু বাড়ে। কিন্তু বন্যার কারণে সরবরাহে একটু ঘাটতি হতে পারে। এটা বুঝে ব্যবসায়ীরা হয়তো দাম আরেকটু বাড়িয়েছেন। ফলে বাজার ও সরবরাহব্যবস্থা যাতে ঠিক থাকে, তা তদারক করতে হবে। দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে। গরিব মানুষের জন্য সরকারি চালের সরবরাহ বাড়াতে হবে।